দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

036

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রবণতা

আমাদের দেশে প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ব্যাপক হারে অসদুপায় অবলম্বনের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এ সমস্যা আজ একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। নকলের আশায় কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রায় সারা বছর নিয়মিত পড়াশুনাই করে না। সারা বছর তারা আড্ডা ও ঘুরাঘুরি করেই সময় কাটায়। কিন্তু পরীক্ষা আরম্ভ হলেই দেখা যায় যে, তারা বই-এর পাতা কেটে সঙ্গে করে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করে। তারা অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাসের চেষ্টা করে। তারা এভাবে জ্ঞান অর্জনকে উপেক্ষা করে পরীক্ষা পাসের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটি মোটেই শুভ নয়। নকল প্রবণতা আজ দেশে এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যত। তারা যদি নকল করে পরীক্ষা পাস করতে চায়, তাহলে দেশের অবস্থা কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কবির ভাষায়, "একবার না পারিলে দেখ শতবার" এ কথাটি যদি আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা একবার মনে করত তাহলে হয়তো বিবেকের তাড়নায় নকল প্রবণতা থেকে বিরত থাকত। নকল প্রবণতা যদি আমাদের সমাজ হতে নির্মূল করতে হয় তাহলে প্রথমেই প্রশাসনিকভাবে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হতে হবে। মেধাহীন ছাত্র-ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষার পরে যদি নিজ নিজ স্কুলে 'কোচিং ক্লাস'-এর ব্যবস্থা করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মেধাহীন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হন, তাহলে অমনোযোগীদের অমনোযোগিতা দূর হবে। এদিকে অভিভাবকদের আরও কঠোর হতে হবে। তারা যদি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে সচেতন হন তাহলে নকল প্রবণতা অনেকটা কমবে বলে আমরা মনে করি। অপরদিকে এমন কিছু শিক্ষক দেখা যায় যারা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা শিখিয়ে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পরিবর্তে তারা পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নকল সরবরাহ করে থাকেন। "মানুষ গড়ার কারিগর" নামে পরিচিত শিক্ষকরা যদি এমন অশুভ কর্মকাণ্ড করে থাকেন, তাহলে জাতির জন্য তা লজ্জাজনক বিষয় ছাড়া আর কি হতে পারে। শিক্ষকদের এমন কর্মকাণ্ড দেশবাসী আশা করেনি।

আশা করি দেশের সম্মানিত শিক্ষক সমাজ ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবেন।

এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা নকলবিহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হোক এবং তারা নকল প্রবণতা ত্যাগ করে সঠিকভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠুক এটাই দেশবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

—আহমেদুল কবীর মিহীন